ঝিনাইদহে ভ্যান চালক হত্যা মামলায় ১৯ বছর পর ৪ জনের যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহে চাঞ্চল্যকর রবিউল ইসলাম ওরফে রবে হত্যা মামলায় ৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত।

সোমবার (২৩ জুন) বিকালে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত-২ এর বিচারক উৎপল কুমার ভট্টাচার্য্য এই রায় ঘোষণা করেন। বাকী ১১ আসামিকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়েছে।

নিহত রবিউল ইসলাম রবে সদর উপজেলার বিষয়খালী গ্রামের মৃত ইনছার আলী শেখের ছেলে এবং পেশায় ভ্যানচালক ছিলেন।

যাবজ্জীবন প্রাপ্তরা হলেন, বিষয়খালী গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে মাজেদুল ইসলাম ওরফে মাজু, আশরাফের ছেলে রসুল, মৃত আফজাল হোসেনের ছেলে আজিজুল এবং মৃত শামসুদ্দিনের ছেলে গোলাম রসুল। তবে বেকসুর খালাস পেয়েছেন মামলার এজাহারভুক্ত আসামি সদর উপজেলার ৭নং মহারাজপুর ইউপির বর্তমান চেয়ারম্যান খুরশীদ আলম মিয়া। রায় ঘোষণার সময় সব আসামি এজলাসে উপস্থিত ছিলেন।

হত্যার ঘটনায় ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে সদর থানায় মামলা করেন নিহতের ভাই আনোয়ার হোসেন। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে ২০২৪ সালে আগস্ট মাসের ৩ তারিখে এই মামলার রায় ঘোষণার দিন ধার্য্য হলেও সেদিন রায় ঘোষণা করা হয়নি। এভাবে রায় ঘোষণার অন্তত ৪টি নির্ধারিত দিনেও ঘোষণা করা হয়নি। অবশেষে সোমবার বিকালে রায় ঘোষণা করা হয়। মামলার বিবরণে জানাগেছে, নিহত রবিউল ইসলাম ওরফে রবের স্ত্রী আইরিন খাতুনের সাথে আসামি গোলাম রসুলের অনৈতিক সম্পর্কের কথা জানাজানি হলে গ্রাম্য শালিসে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় গোলাম রসুলকে।

গোলাম রসুল ও মামলার অন্যান্য আসামিরা তৎকালীন ইউপি মেম্বার খুরশীদ আলমের পক্ষের লোক ছিল। শালিসের জেরে ২০০৬ সালের ১০ জানুয়ারি রাত আনুমানিক ৮টার দিকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আসামি আজিজুল সহ অন্যান্যরা। সেদিন থেকেই সে নিখোঁজ ছিলো। পরে ওই বছরের এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে পার্শ্ববর্তী হুমোদার বিলে খালের

দক্ষিণ পাড় থেকে মাটিতে পুতে রাখা অবস্থায় উদ্ধার করা হয় রবিউল ইসলাম ওরফে রবের মরদেহ। তার ভাই আনোয়ার হোসেন তার মরদেহ শনাক্ত করেন। ওই দিন ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।

ঝিনাইদহে ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতি

ঝিনাইদহে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ডাকাতদল ব্যবসায়ীর পরিবারের সদস্যকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে লুট করেছে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার। রোববার রাতে সদর উপজেলার উত্তর শোমসপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী ওই গ্রামের ব্যবসায়ী সাগর খাঁ জানান, রাত আড়াইটার দিকে একদল ডাকাত তার বাড়িতে প্রবেশ করে। ঘরের গেট খুলে ভেতরে প্রবেশ করে পরিবারের সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে। পরে লোহার সিন্দুক খুলে নগদ দুই লাখ টাকা ও ৮ ভরি স্বর্ণালংকার লুটে করে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ দিয়েছে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, রাতে সংবাদ শোনার পর সেখানে পুলিশ পাঠিয়েছিলাম। আমিও ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করেছি। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। আশাকরি দ্রুতই এর সাথে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে।

জুলাই ঘোষণাপত্র ও সনদের

দাবীতে ঝিনাইদহে সংবাদ সম্মেলন

বিপ্লবী সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জুলাই ঘোষণাপত্র ও জুলাই সনদের দাবীতে ঝিনাইদহে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।

রোববার সকালে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জুলাই যোদ্ধা সংসদ জেলা শাখার আয়োজনে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জুলাই যোদ্ধা সংসদ জেলা শাখার সদস্য সচিব রত্না খাতুন। সেসময় উপস্থিত ছিলেন, সংগঠনটির আহ্বায়ক আনিচুর রহমান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্য সচিব সাইদুর রহমান, জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক হুমায়ন কবির, জুলাই যোদ্ধা রাহাত মিয়া, মাসুম বিল্লাহ, সাইফুল ইসলাম মানিকসহ অন্যান্যরা।

সেসময় বক্তারা বলেন, আমাদের ন্যায্য ও যৌক্তিক দাবি ‘জুলাই ঘোষণা পত্র’ প্রদানের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য যে ত্রিশ কার্যদিবসের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেই সময়সীমার মধ্যে আর মাত্র তিন কার্যদিবস বাকি থাকলেও এখনো পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। আমরা মনে করি, যে কোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ সরকারের নৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। এটি আমাদের আন্দোলনের একক উদ্দেশ্য নয়, বরং দেশের সাধারণ মানুষের ন্যায্য প্রত্যাশারই প্রতিফলন।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঝিনাইদহ জেলা শাখার সদস্য সচিব সাইদুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে গণঅভ্যুথানের পর ছাত্র-জনতার আকাংখা জুলাই ঘোষণাপত্র, গণহত্যার বিচার, নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য দৃশ্যমান সংস্কার প্রয়োজন। যা এখনও পর্যন্ত বর্তমান সরকার বাস্তবিক প্রতিফলন ঘটাতে ব্যার্থ হয়েছে। আমরা আশা করি দ্রুত সময়ের মধ্যে জুলাই ঘোষণাপত্র প্রদাণ, গণহত্যার বিচার শুরু ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য দৃশ্যমান সংস্কার শেষ করে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমুলক নির্বাচন উপহার দিবে।

মহেশপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় প্রাণ গেল নারীর

ঝিনাইদহের মহেশপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় জেলেহা বেগম (৫৫) নামের এক নারীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যার দিকে উপজেলার জগনাথপুর মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত জেলেহা বেগম উপজেলার জগনাথপুর গ্রামের কলম হোসেনের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জেলেহা বেগম খালিশপুর মেয়ের বাড়ি থেকে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। সন্ধ্যায় জগনাথপুর মোড় এলাকায় রাস্তা পার হতে গেলে দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল তাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা আহত জেলেহা বেগমকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মহেশপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, দুর্ঘটনায় জড়িত মোটরসাইকেলটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালককে আটক করা যায়নি। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ঝিনাইদহে মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন’র আত্মপ্রকাশ

একঝাঁক উদ্যোমী ও কর্মঠ তরুণ সংবাদকর্মীদের সমন্বয়ে ঝিনাইদহ মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন’র আত্মপ্রকাশ হয়েছে।

শহরের এইচ এস এস সড়কের মডার্ন মোড়ের মোল্লাবাড়ি ভবনের ২য় তলায় অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ১৩ সদস্য

বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে আহবায়ক হিসেবে বাংলা ভিশন টেলিভিশনের মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার এম আর রাসেল ও দৈনিক বাংলা ৭১’র রিপোর্টার শেখ ইমনকে সদস্য সচিব নির্বাচিত করা হয়।

কমিটিতে যুগ্ম-আহবায়ক হিসেবে সময়ের আলোর রিপোর্টার সম্রাট হোসেন এবং সদস্য হিসেবে খোলা কাগজের রাজীব মাহমুদ টিপু, আজকের প্রত্যাশা প্রতিনিধি সুলতান আল এনাম, কালের কণ্ঠের আব্দুর রাজ্জাক রাজন, জনবাণীর সাইফুল ইসলাম, বাংলা এডিশনের আশরাফুল ইসলাম, বাংলাদেশের খবরের এম বুরহান উদ্দীন, আমার বার্তার মিশুক হোসেন ও ভোরের আকাশ প্রতিনিধি সুজন বিপ্লব বিশ্বাসকে নির্বাচিত করা হয়।

ঘোষিত আহবায়ক কমিটিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দসহ জেলা- উপজেলায় কর্মরত সাংবাদিকরা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহে কৃষকের মাঝে বিনামুল্যে সার ও বীজ বিতরণ

ঝিনাইদহে রোপা আমনের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাড়ে ৪ হাজার কৃষকের মাঝে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার (২১জুন) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি অফিসের আয়োজনে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

সেসময় জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজীয় আক্তার চৌধুরী, কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ নবী, অতিরিক্ত কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা জুনাঈদ হাবীবসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি অফিস জানায়, সরকারের খরিপ-১ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় রোপা আমনের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ৪ হাজার ৫’শ ৫০ জন কৃষকের প্রত্যেককে ৫ কেজি

উন্নত জাতের বীজ ও ২০ কেজি রাসায়নিক সার দেওয়া হয়।

ঝিনাইদহে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে আইনজীবীকে প্রাণনাশের হুমকি!

ঝিনাইদহে জমি নিয়ে পারিবারিক বিরোধের জের ধরে ঝিনাইদহ জজ আদালতের আইনজীবী আহমেদ ওয়াসিফ কামালকে ভয়ভীতি ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভাই আহমেদ সাদাত কামাল। এঘটনায় অ্যাড.আহমেদ ওয়াসিফ কামাল হুমকী দাতা ভায়ের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।

সূত্রে জানা গেছে, শৈলকুপা উপজেলার কুমিড়াদহ গ্রামের এবং ঝিনাইদহ আদর্শপাড়া বকুলতলার বাসিন্দা আহমেদ মাসুদ কামালের দুই ছেলে, এককন্যা ও স্ত্রী রেখে তিনি ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট মারা যান। তিনি মারা যাওয়ার পর আহমেদ মাসুদ কামালের বড় ছেলে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী আহমেদ সাদাত কামাল এবং ছোট্র ছেলে আইনজীবী আহমেদ ওয়াসিফ কামালের সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয় তাঁদের গ্রামের বাড়ির হাটফাজিলপুর বাজারের জমির দলিলের মালিকানা নিয়ে। আইনজীবী বাবা আহমেদ মাসুদ কামাল মৃত্যুর আগে ছোট ছেলে ওয়াসিফ কামাল ও কন্যা দিশা কামাল এই দুই ভাই-বোনের নামে বিপণি বিতানসহ ৮৫ শতক জমি লিখে দিয়ে যান । কিন্তু ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ডিআর অফিসের মহাফেজখানায় রাখা দলিলের একটি নাম ঘষামাজা দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী ভাই ও আইনজীবি ভাই মহাফেজখানায় রাখা দলিল ঘষামাজা একে অপরকে দোষারোপ করছেন। আইনজীবী হিসেবে পিতা-পুত্রের যথেষ্ট সুনামও রয়েছে। ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহাফেজখানার রাখা দলিলে ঘষামাজা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে খোজ নিয়ে যানা গেছে উক্ত ঘটনার বিষয়ে “তদন্তাধীন” আছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিজ্ঞ আইনজীবী আহমেদ ওয়াসিফ কামাল বলেন, “আমাদের দুই ভাইয়ের জমি নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে ঢুকে গেছে তৃতীয় পক্ষ। এই তৃতীয় পক্ষই হলেন মামাতো ভাই তুষারদের পরিবার। আমার বিরুদ্ধে, মামাতো ভাইদের ছত্রছায়ায় সমাজে নানা অপবাদ,

অপকর্ম, নানা ধরনের সামাজিক হেনস্থ, হুমকিসহ বিভিন্ন মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। সেকারনেই আমি ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছি।

আহমেদ ওয়াসিফ কামাল আরো বলেন, “আমাদের পিতা আমার ও আমার বোন এর নামে ২০১৫ সালে একটি দান দলিল করিয়া রাখিয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পর বড় ভাই ঐ দান দলিল অস্বীকার করেন। বড় ভাই আহমেদ সাদাত কামাল অর্থ দিয়ে ঐ দান দলিল কে প্রশ্নবিদ্ধ করিবার কুমতলবে তুষার এর সাথে যোগসাজস করিয়া রেজস্ট্রি অফিস এর কর্মচারীদের হাত করিয়া বালাম বই নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ঘষামাজা করিতে পারেন। যাহাতে ঐ দলিল টি ভবিষ্যতে প্রশ্নবিদ্ধ হয়। বর্তমানে রেজিষ্ট্রি অফিস তাহা তদন্ত করিতেছে। উক্ত ঘটনার তদন্ত কে ভিন্ন রাস্তায় প্রবাহিত করিবার জন্য এবং তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য এড়ানোর জন্য সংবাদ পত্রে মহাফেজখানায় দলিল ঘষামাজার বিষয়ে সাংবাদিক কে মিথ্যা তথ্যদিয়ে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করান তারা। যা প্রকৃত ঘটনা ও বাস্তবতার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ন ও বিভ্রান্তিকর।

ইতোমধ্যে আমি ঝিনাইদহ সদর থানায় উক্ত বিষয় উল্লেখ করে একটি অভিযোগ দায়ের করিয়াছি। আমার উপর এই হুমকি শুধু একজন আইনজীবীকে নয় পুরা সমাজ ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছে তারা। এমন পরিস্থিতিতে চুপ থাকা অন্যায়ের সাথে আপোষ।”হুমকির কাছে মাথা নত নয়, আমরা চাই আইনের শাসন এবং ন্যায় বিচার।” মহাফেজখানায় দলিল ঘষামাজার বিষয়টি তদন্ত হচ্ছে। যে কারণে এ বিষয়ে তিনি বেশি কিছু বলতে চাচ্ছেন না।

এ বিষয়ে আহমেদ সাদাত কামালের মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তার মুঠোফোনেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

ঝিনাইদহে ৩ দিন ব্যাপী জাতীয় ফল মেলার উদ্বোধন

‘দেশী ফল বেশি খাই, আসুন ফলের গাছ লাগাই’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে ৩ দিন ব্যাপী জাতীয় ফল মেলা।

বৃহস্পতিবার (১৯ জুন) সকালে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে এ মেলার উদ্বোধন করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায়’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল।

বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার মঞ্জুর মোর্শেদ, জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা: এ এস এম আতিকুজ্জামান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী, সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নূর-এ নবী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক সেলিম রেজা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে এ মেলায় ৫ টি স্টল প্রদর্শণ করা হয়েছে। প্রায় অর্ধশত প্রকার দেশীয় ফল ও ফল আবাদের উন্নত প্রযুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে মেলায়।

আগামী ২১ জুন শেষ হবে এ মেলা। দেশীয় ফলের উৎপাদন ও ভোক্তা সচেতনতা বাড়াতে এ ধরণের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন আয়োজকরা।

প্রতারণার মাধ্যমে ভাইয়ের নাম পরিবর্তন করে বোনের নাম

ঝিনাইদহ জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ের মহাফেজখানা থেকে দলিল বের করে কাটাছেড়া করে ভাইয়ের নামের জায়গায় বসানো হয়েছে বোনের নাম। এতেই বেহাত হয়েছে বড়ভাই অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী সাদাদ কামালের নামে বাবার দেওয়া অর্ধশতকোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি।

শৈলকুপা উপজেলার হাটফাজিলপুর বাজারে অবস্থিত এই জমির বাজার মূল্য ৫০ কোটির টাকার ঊর্ধে¦ এমন দাবি প্রতারণার শিকার অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী সাদাদ কামালের।

ঝিনাইদহ সাব রেজিস্ট্রি অফিসের নকল নবিশ বাবুল আক্তার ও দলিল লেখক মোঃ আল মামুন (লাইসেন্স নং-১৭৮) বিপুল অংকের টাকার মাধ্যমে ছোটভাই প্রতারক ওয়াসিফ কামালকে এই জমি আত্মসাতে সহযোগিতা করেছেন। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৩ জুন ঝিনাইদহ সদর সাব রেজিস্ট্রার ও মহাফেজখানার দায়িতপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোস্তাক হোসেন সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সংশ্লিষ্ট ২ জনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন।

আর এতেই সামনে এসেছে একটি বিরাট প্রতারণা ও দুর্নীতির ফিরিস্তি। তথ্য ফাঁস হলে রেকর্ডরুমে সংরক্ষিত দলিল নিয়ে শঙ্কা করছেন জেলার সচেতন মহল। তাদের দাবি ঘষামাজা করে আরও জমির মালিকানা পরিবর্তন করে থাকতে পারেন রেকর্ড রুম সংশ্লিষ্টরা। এদিকে এই দুর্নীতি ফাঁস হলে নড়ে চড়ে বসেছে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস। ইতোমধ্যে অভিযুক্ত দুইজনকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে এবং জেলার মহেশপুর সাব-রেজিস্ট্রার মোঃ আনোয়ার হোসেনকে প্রধান করে অধিকতর তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জানাগেছে, ২০১৫ সালের ১৭ নভেম্বর শৈলকুপার হাটফাজিলপুর বাজারের বাসিন্দা এ্যাড: আহমেদ মাসুদ কামাল তার দুই ছেলে সাদাদ কামাল ও ওয়াসিফ কামালের নামে বাজারে অবস্থিত ৮৫ শতক জমি লিখে দেন। যার দলিল নং-৫৪৪৫। এই জমির ওপর রয়েছে বিপণীবিতান। বিপণীবিতান থেকে বর্তমানে প্রতিমাসে ২ লাখ ১৬ হাজার টাকা ভাড়া আসছে। ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন এ্যাড: মাসুদ কামাল। বাবার মৃত্যুর পরে বড়ভাই সাদাদ কামালের নামের অংশ আত্মসাৎ করতে ছক কষতে থাকেন ছোটভাই ওয়াসিফ কামাল। ওয়াসিফ কামাল পেশায় আইনজীবী। তিনি ঝিনাইদহ জেলা জজকোর্টে আইনজীবী হিসাবে কর্মরত।

ওয়াসিফ কামাল ঝিনাইদহ সাবরেজিস্ট্রি অফিসের নকল নবিশ বাবুল আক্তার ও দলিল লেখক মোঃ আল মামুনকে টাকা দিয়ে রেকর্ড রুম থেকে দলিল ও বালাম বই বের করে ভাই সাদাদ কামালের নাম মুছে দিয়ে সেখানে বোন দিশা কামালের নাম লেখেন। ইনডেক্সেও নাম পরিবর্তন করে ফেলেন। বালাম বইয়ে ঘষামাজা অন্য কর্মকর্তার নজরে আসলে ধরা পড়েন নকল নবিশ বাবুল আক্তার। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বেরিয়ে আসে টাকার বিনিময়ে তাদের দুর্নীতির তথ্য। প্রবাসী সাদাদ কামাল ঘটনার সঠিক তদন্ত চেয়ে লিখিত অভিযোগ দিলে মহাফেজ খানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সাব রেজিস্ট্রার মোস্তাক হোসেন নকল নবিশ বাবুল আক্তার ও দলিল লেখক মোঃ আল মামুনের বিরুদ্ধে কেন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবেনা জানতে চেয়ে নোটিশ দিয়েছেন।

সাবরেজিস্ট্রি অফিস সূত্রে জানাগেছে, টেম্পারিং করে নাম পরিবর্তনের পর একটি নকলও নিয়েছেন ওয়াসিফ কামাল গং। যেটা প্রস্তুত করে দিয়েছেন নকল নবিশ বাবুল আক্তার।

প্রতরণার শিকার প্রবাসী সাদাদ কামাল বলেন, বাবা প্রয়াত আইনজীবী এ্যাড: আহমেদ মাসুদ কামাল ২০১৫ সালের ১৭ নভেম্বর আমাদের দুই ভাইয়ের নামে হাটফাজিলপুর বাজারে থাকা ৮৫ শতক জমি লিখে দেন। এই জমির উপরে মার্কেট রয়েছে। যেখান থেকে প্রতিমাসে দুই লাখ ১৬ হাজার টাকা ভাড়া ওঠে। বাবা মারা যাওয়ার পরে ছোটভাই ওয়াসিফ কামাল আমার নামের জমি আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে সাবরেজিস্ট্রি অফিস থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে দলিল ও বালাম বই টেম্পারিং করে আমার নামের জায়াগায় বোনের নাম বসিয়েছে।

আমাদের অন্য জমি ভাগাভাগি করতে গেলে ছোটভাই ওয়াসিফ কামাল বলে এই জমি বাবা বোন ও ওয়াসিফ কামালের নামে লিখে দিয়ে গেছে। তখন আমি বিভিন্ন মাধ্যমে খোঁজ খবর নিয়ে তাদের প্রতারণার কথা জানতে পারি। আমি লিখিত অভিযোগ দিয়েছি এর সঠিক বিচার চাই। তিনি বলেন, আমার বোনের নামে এই জমি পুরোপুরিভাবে করে ফেলতে পারলে পরে আবার বোনের কাছ থেকে তার নামে করে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল ছোটভাই ওয়াসিফ কামাল। তিনি বলেন, এসমস্ত প্রতারণা নিয়ে ছোটভাইয়ের স্ত্রী প্রতিবাদ করলে তাকেও ডিভোর্স দিয়েছে ওয়াসিফ কামাল।

এ বিষয়ে দিশা কামাল বলেন, তিনি এই সব বিষয়ে কিছুই জানেন না। বড় ভাই অভিযোগ করার পর বিষয়টি বাবার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে জানতে পেরেছেন। দলিল ঘষামাজা হয়েছে কি না, এটা তাঁর জানা নেই।

এ্যাড: ওয়াসিফ কামালকে ফোন করলে তিনি বলেন, তার জমি নিয়ে কোন সমস্যা নেই। ঘষামাজা করে বোনের নাম বসানোর বিষয়ে তিনি অস্বীকার করেন।

এদিকে নকল নবিশ বাবুল আক্তারের একটি ভিডিও রয়েছে প্রতিবেদকের হাতে যেখানে তার স্বীকারোক্তি রয়েছে। ভিডিওতে তিনি বলেছেন, ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে তিনি এই কাজ করেছেন। দলিল লেখক আল মামুন তাকে এই কাজ করতে বলেছেন।

সদর মহাফেজখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সাবরেজিস্ট্রার মোস্তাক হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে প্রমাণ পাওয়ায় এই কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দলিল লেখক মো. আল মামুন ও নকলনবিশ মো. বাবুল আক্তারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল।

তাদেরকে সাসপেন্ট করা হয়েছে। অধিকতর তদন্তের জন্য মহেশপুর সাবরেজিস্ট্রারকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্তে দোষী হলে দৃষ্টান্তমূলক শান্তির আওতায় নিয়ে আসা হবে বলেও তিনি যোগ করেন। তিনি বলেন, রেকর্ড রুম থেকে দলিল বের করে টেম্পারিং করে নাম পরিবর্তন করা আমাদের জন্য ব্যাপক মানহানিকর। আমানতের খিয়ানত করা। এটা আমাদের জন্য খুবই দুঃখজনক। এটা কোনভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

হাসিনা দিল্লিতে বসে একের পর এক ষড়যন্ত্র করছে

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও দেশে তার ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।

রাষ্ট্র সংস্কারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত ও ন্যায়বিচারের নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহে গণ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন।

রাশেদ খান বলেন, আমরা লক্ষ্য করছি যে হাসিনা দিল্লিতে বসে একের পর এক ষড়যন্ত্র করছে। হাসিনা বার বার তার আওয়ামী লীগের পান্ডাদের মাঠে নামানোর চক্রান্ত করছে। হাসিনার সেই নিয়োজিত ফ্যাসিস্ট যারা ১৪ সালের ইলেকশন করেছে যেসকল ডিসি, এসপিরা।

যার ১৮ সালের ইলেকশন করেছে। যারা ২৪ সালের ইলেকশন করেছে ওই ফ্যাসিস্ট সরকারি কর্মকর্তারা সরকারের কার্যক্রমে বাঁধা দেওয়ার চক্রান্ত করছে। এসব চক্রান্তের বিরুদ্ধে সকলকে একসাথে লড়াই করার আহ্বান জানান তিনি।

শোভাযাত্রাটি শহরের সিটি কলেজ এলাকা থেকে শুরু হয়। সেখান থেকে শহর ঘুরে হরিণাকুন্ডু উপজেলার বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে আরাপপুর মোড়ে এসে শেষ হয়। শোভযাত্রায় গণ অধিকার পরিষদের জেলা ও

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□